তফসিল ২

(৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

''ক'' ফরম

১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশে বলবৎ হইবার পর পর স্থাপিত সংস্থা সমূহ রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত।

রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ সমীপে,

মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ১৯৬১ সালের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশে) এর বিধানাবলী মোতাবেক একটি সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করছি। উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১। সংস্থার নাম ঃ----------

২। ঠিকান ঃ ----------

৩। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ(অধ্যাদেশের তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী প্রসঙ্গে লিখতে হবে)।

৪। কার্যএলাকা (কোন পার্শ্ববর্তী এলাকা, নগর কিংবা বাংলাদেশ ভিত্তিক কি না)।

৫। কার্য পরিচালনা প্রকল্প (সংস্থা স্থাপনের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রয়োজনবোধে স্থান, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সরঞ্জামাদি সম্পর্কে একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে)।

৬। কি প্রকারে অর্থের সংস্থান হবে ঃ

৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের নাম, পেশা

ক্রঃ নং	নাম	পেশা	ঠিকানা
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

৮। সংস্থার তহবিলে জমা রাখার জন্য বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক, প্রস্তাবিত ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহের নাম।

অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, পূর্ব বর্ণিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংস্থাটি রেজিষ্ট্রি করা হউক। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, সংস্থার কর্মকর্তাগণের কোন রদ বদল হলে তা রদ বদলের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাকে জানাব।

২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান ও সংস্থার গঠণতন্ত্রের একটি অনুলিপি ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উপোরক্ত তথ্য নির্ভূল।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর (নাম ও ঠিকানা সহ)

১।

২।

৩।

(সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ স্বাক্ষর করবেন)

আপনার বিশ্বস্ত

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধনের নমুনা নিয়মাবলী ঃ

১। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংস্থা নির্ধারিত ''ক'' ফরমে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

২। প্রত্যেক আবেদনপত্র মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলার কর্মকর্তার মাধ্যমে দাখিল করতে হবে।

৩। প্রত্যেক আবেদনপত্রে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা (যথা- জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার) কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে।

৪। আবেদনের সহিত ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান ১-৩০২১-০০০০-২৬৮১ কোডে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাপূর্বক চালানের মূল কপি দাখিল করতে হবে।

৫। সংস্থার নিজস্ব/ভাড়া বাড়ীতে অফিস ঘর থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীর ক্ষেত্রে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা নিজস্ব ভবনে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

৬। সংস্থা নিবন্ধনের পূর্বে কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণাদি থাকতে হবে। সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাব সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষা এই তিন জনের যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৭। আবেদনপত্রের সাথে সমিতি গঠন, নামকরন, কার্যকরী কমিটি গঠন ও গঠনতন্ত্র অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ সভার ৩ কপি সত্যায়িত কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। মোট সদস্যদের ৩/৪ বা ৩/২ অংশ সদস্য কর্তৃক গঠণতন্ত্র অনুমোদিত হতে হবে।

৮। সংস্থার ন্যূনতম সদস্য হবে ৩৫ জন এবং ঠিকানাসহ উল্লেখিত সদস্যদের নামের তালিকা দাখিল করতে হবে।

৯। ঠিকানা সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যের নামে তালিকা দাখিল করতে হবে।

১০। যৌতুক নেব না বা যৌতুক দেব না এ সংক্রান্ত অঙ্গীকার থাকতে হবে। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন,জন্ম নিবন্ধন,বাল্য বিবাহ রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম থাকতে হবে।

১১। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি পান নিশ্চিত করতে হবে।

১২। সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে সংস্থার সাইন বোর্ড থাকতে হবে ।

১৩। সংস্থার বিভিন্ন রেজিষ্টার যেমন ভর্তি রেজিষ্টার, সদস্য রেজিষ্টার, চাঁদা আদায়, সঞ্চয় রেজিষ্টার,ক্যাশ বহি,পরিদর্শন বহি, নোটিশ বহি,রেজুলেশন বহি ইত্যাদি থাকতে হবে। সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে সমিতি পরিদর্শনের সময় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে সেগুলো অবলোকন করাতে হবে ।

১৪। আবেদনপত্রে সহিত ৩ কপি গঠণতন্ত্র দাখিল করতে হবে। গঠণতন্ত্রে নিম্ন বর্ণিত বিধিসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

গঠনতন্ত্রের বিধি ঃ

ধারা ঃ ১। সংগঠন /সংস্থার পুরো নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা ।

ধারা ঃ ২। কার্যএলাকা।

ধারা ঃ ৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

ধারা ঃ ৪। সদস্য সংখ্যা।

ধারা ঃ ৫। সদস্যদের চাঁদা ও সঞ্চয়ের হার।

ধারা ঃ ৬। সদস্যদের যোগ্যতা/অযোগ্যতা।

ধারা ঃ ৭। সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ।

ধারা ঃ ৮। সদস্যপদ বাতিল/পুনুরুদ্ধারের বিধি।

ধারা ঃ ৯। বিভিন্ন প্রকার কমিটি / পরিষদের প্রকারভেদ, গঠন ও কার্য প্রণালী সংক্রান্ত বিধি।

ধারা ঃ ১০। কমিটি /পরিষদের মেয়াদ ।

ধারা ঃ ১১। কমিটি/ পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ।

ধারা ঃ ১২। সভার শ্রেনীবিভাগ ।

ধারা ঃ ১৩। সভা আহবান ও নোটিশের মেয়াদ ।

ধারা ঃ ১৪। সভার কোরাম ।

ধারা ঃ ১৫। তলবী সভার বিস্তারিত বিবরন ও অনাস্থা প্রস্তাব ।

ধারা ঃ ১৬। নির্বাচন কমিটি গঠন ও নির্বাচন পরিচালনা ।

ধারা ঃ ১৭। আয়ের উৎস ও অর্থ খরচের বিধি ।

ধারা ঃ ১৮। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ।

ধারা ঃ ১৯। হিসাব পরীক্ষা ।

ধারা ঃ ২০। গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন (গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কার্যকরীর জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে)

ধারা ঃ ২১। বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিধি ।

ধারা ঃ ২২। জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমুহের শাখাগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র।